e-mail : prabhuhaldar@gmail.com

সিন্ধু → হিন্দু

★ প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে পারস্য দেশের রাজা দারিউস সিন্ধু উপত্যকা জয় করেন। পারসিকরা 'স' উচ্চারণ করতে পারত না। 'স'-কে তারা বলত 'হ'। তাই সিন্ধু-কে তারা বলত 'হিন্দ' এবং 'হিন্দু' নদের পাশের দেশ তাদের কাছে ছিল 'হিন্দ' বা 'হিন্দুস্তান'। দুটোই ফারসি শব্দ।

পরিবেশ রক্ষায় মাসিক মুখপত্র

বিশেষ সংখ্যা ঃ শিক্ষা সংক্রান্ত

আজকের বসুন্ধরা

আগামী সংখ্যায় ঃ শিক্ষা সংক্রান্ত

ভাষা জানতেন

★ বাঙালিদের মধ্যে রামমোহন রায় ৭টি, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১০টি, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১০টি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৪টি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ৮টি, লালবিহারী দে ৮টি, সৈয়দ মুজতবা আলি ২৫টি এবং হরিনাথ দে ৩৫টি ভাষা জানতেন।

M. - 8926420134, 8436644591 ◆ VOL-9 ◆ ISSUE- 9 ◆ JULY 2020 ◆ REGD. RNI NO.-WBBEN/2011/41525 ◆ RS. - 2.00 ONLY.

করোনা ও আমপানে জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র মানুষের পাশে

★ **সুদিপ্তা মহাজন ঃ** করোনা ও আমপান ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহায়তা করে চলেছে বাসন্তীর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র। বাসন্তী, গোসাবা ও সন্দেশখালি, ক্যানিং ব্লকে মূলত চিঁড়ে, আলু, ডাল, সরষের তেল, পিঁয়াজ, সোয়াবিন, আনাজ - পটোল, বিস্কুট, ছোলা, মাস্ক, সাবান ও ত্রিপল ধারাবাহিকভাবে দিয়ে চলেছে। সহযোগিতায় - আই.জি.এফ ডেনমার্ক, বিরগিট ওয়েগার্ড, ডাঃ এ্যাডাম ওয়েগার্ড, জয়তু বাংলা, উবু ডেনমার্ক অভিযান রিক্রিয়েশন ক্লাব, মালয়েশিয়া, আরইসি শিলচর ৯৬ ব্যাচ, বিই কলেজ ৯৩ ব্যাচ, কলকাতা লায়ন্স ক্লাব, ধ্যান ফাউন্ডেশন।

মাসের নাম	স্থান	মোট পরিবার
এপ্রিল ৫	মসজিদবাটি, জ্যোতিষপুর	৫০
১২	জ্যোতিষপুর	৪৯
১৯	জ্যোতিষপুর, ভরতগড়, নফরগঞ্জ	৮৭
২৫	জ্যোতিষপুর, মসজিদবাটি	৫১
২৯	জ্যোতিষপুর, ঝড়খালি	৯৯
মে ৩	ভরতগড়	৩২
৪	জ্যোতিষপুর	৬৮
৮	জ্যোতিষপুর, ভরতগড়, ঝড়খালি	১৪
৯	বেড়মজুর ১ ও ২ (সন্দেশখালি)	১৩২
১৩	মসজিদবাটি, ভরতগড়	৭৬
১৪	ভরতগড়	৮
জুন ৪	বেড়মজুর (সন্দেশখালি)	৫৬
৬	ছোটমোল্লাখালি (গোসাবা), গরানবোস, ভরতগড়, জ্যোতিষপুর, ৪নং ভরতগড়, নফরগঞ্জ, হিরন্ময়পুর	১৯১
৭	আনন্দাবাদ, নফরগঞ্জ, ফিসারিপাড়া	১১১
১০	মসজিদবাটি, জয়গোপালপুর, ভাসাপাড়া, ঝড়খালি	১৮৪
১২	উঃ মোকামবেড়িয়া	৭৯
১৩	ভরতগড়	৭২
১৪	ভাসাপাড়া, ৩নং রানীগড়, জ্যোতিষপুর, কাছারিপাড়া, রাধানীরপুর, মহেশপুর, আনন্দাবাদ, নফরগঞ্জ, জয়গোপালপুর	৯৯
১৫	৪নং রানীগড়	৫
১৯	রানীগড়	৫
২১	রানীপুর (গোসাবা)	৯০
মোট ২১ দিন		মোট ১৫৫৮

ডেনমার্ক - ৪২

ট্রাম্পকে, গ্রিনল্যান্ড বিক্রির জন্য নয়

★ ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ড কিনতে চলেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে এমনই একটি খবর প্রকাশ করেছিল মার্কিন সংবাদপত্র ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের গোপন বাসনার কথা জানতে পেরে সম্প্রতি গ্রিনল্যান্ডের বিদেশমন্ত্রী অ্যান লোন বাগার বলেছেন, 'এই দ্বীপ বিক্রির জন্য নয়, তবে ব্যবসা করতে চাই, আমাদের দরজা খোলা রয়েছে।' স্পষ্ট এমন ভাষাতেই ট্রাম্পের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল গ্রিনল্যান্ড। আমেরিকার পরিসর বাড়াতে গ্রিনল্যান্ড দ্বীপ কেনার কথা নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন ট্রাম্প। সেকথা তিনি গোপন আলোচনায় তাঁর পরামর্শকদের জানিয়েছিলেন। বর্তমানে গ্রিনল্যান্ড, ডেনমার্কের অধীন থাকলেও অঞ্চলটির স্বায়ত্তশাসনের অধিকার রয়েছে। তাদের সরকারও আলাদা। কিন্তু তাদের অর্থনীতি ডেনমার্কের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই ইচ্ছা কোনও অযৌক্তিক নয়। কারণ, প্রকৃতি শক্তি খনি হিসাবে গ্রিনল্যান্ড অত্যন্ত সমৃদ্ধশীল অঞ্চল। ইউরেনিয়াম সম্ভার রয়েছে সেখানে। এতে আমেরিকা তার পারমাণবিক শক্তি সম্ভার আরও বাড়াতে পারবে। এছাড়া আমেরিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে এই অঞ্চলটি গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক দশক ধরে আমেরিকার নার্দার্ন সামরিক বিমান ঘাঁটি রয়েছে গ্রিনল্যান্ডে। ১৯৫১ সালে সামরিক বিমান ঘাঁটি বানানোর জন্য আমেরিকা ও ডেনমার্কের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। অঞ্চলটি আয়ত্তে চলে এলে চিন, রাশিয়ার ওপর ভালোভাবে এই অঞ্চল থেকে নজর রাখতে পারবে আমেরিকা। *(১৮.৮.১৯)*

শিক্ষা সংক্রান্ত

মঙ্গলকোটে উদ্ধার প্রাচীন ১৫০টি পুঁথি

★ স্কুলের পরিত্যক্ত ঘর থেকে উদ্ধার হল গোছা গোছা পুঁথি আর কয়েকটি প্রস্তর মূর্তি। মঙ্গলকোটের ক্ষীরগ্রামে ঘটনার পুঁথিগুলি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে কাটোয়া মহকুমা প্রশাসন। কাটোয়া মহকুমার প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানী রণদেব মুখোপাধ্যায় বললেন, 'সবমিলিয়ে ১৫০টি পুঁথির বান্ডিল উদ্ধার হয়েছে। এগুলি অন্তত ৫০০ বছরের পুরনো। পুঁথির ভাষা সংস্কৃতি ও বাংলা। তুলোট কাগজে লেখা। মঙ্গলকোটের ক্ষীরগ্রাম আদতে ৫১ পীঠের মধ্যে অন্যতম সতীপীঠ। পুরাণ মতে, সতীর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল এখানে পড়েছিল। এই জনপদের আরাধ্যা দেবী যোগাদ্যাকে নিয়ে প্রাচীনকাল থেকে তন্ত্রসাধনার রেওয়াজ ছিল বলে জানালেন যোগাদ্যা মন্দির কমিটির সম্পাদক আশিস সামন্ত। এখানে কয়েকটি টোলও গড়ে ওঠে। এইসব টোলগুলিতে নবদ্বীপের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের দল নিয়মিত আসতেন। এইসব পুঁথিগুলি সেইসব শাস্ত্রচর্চার জন্য ব্যবহার করা হত বলে মনে করেন যোগাদ্যা মন্দিরের প্রধান পুরোহিত। যে মূর্তিগুলি উদ্ধার হয়েছে, সেগুলির মধ্যে তিনটি ছাড়া বাকিগুলি ভাঙাচোরা। মূর্তিগুলি পাল আমলের বলে মনে করছেন কাটোয়া মহকুমার প্রাচীন ইতিহাসচর্চাকারীরা। *(৭.৯.১৯)*

মিষ্টি ভাষা

★ ইউনেসকো-এর তত্বাবধানে 'বাংলা ভাষাকে' "Sweetest Language In The World" হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। স্প্যানিস ও ডাচকে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দেওয়া হয়েছে।

উচ্চ বিদ্যালয় অবৈতনিক হোক

★ শিক্ষার অধিকার আইনে এখন ভর্তি হতে গেলে বিদ্যালয়কে উন্নয়ন ফিজ হিসাবে দিতে হয় ২৪০ টাকা। যদিও এই ফিজ দেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। অনেক ক্ষেত্রে ২৪০ টাকারও বেশি ফিজ নেওয়ার অভিযোগ শোনা যায়। রাজ্য সরকার যখন বই, খাতা, ব্যাগ, জুতো, সাইকেল সবই দিচ্ছে, তখন এই টাকাটাও মকুব করে দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের থেকে কোনও ফিজ না নিয়েও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি চলছে। সুতরাং, উচ্চ বিদ্যালয়গুলিকেও কি অবৈতনিক করা যায় না? সরকারিভাবে শিক্ষার্থী পিছু একটা নির্দিষ্ট টাকা অনুদান দেওয়া হোক। বিভিন্ন স্থানে অভিভাবকগণ এ বিষয়ে ক্ষোভ জানিয়েই চলেছেন।

পরিবেশ

৩,৩০০ টন প্লাস্টিক বর্জ্য ফেরাল মালয়েশিয়া

★ ৩,৩০০ টন পুনর্ব্যবহার অযোগ্য প্লাস্টিক বর্জ্য ফেরত পাঠাল মালয়েশিয়া। মূলত আমেরিকা, ব্রিটেন, কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়ার মতো ধনী দেশগুলি থেকে এই বর্জ্য মালয়েশিয়ায় আসছিল। অনেক আগে থেকে এমন ধরনের বর্জ্য রিসাইক্লিং মালয়েশিয়ার কারখানাগুলিতে আনা হত। কিন্তু সম্প্রতি দেশটির জ্বালানি, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী ইও বি উইন বলেন, ৬০ কন্টেইনারবাহী বর্জ্য প্রচলিত পরিবেশ আইন না মেনে এবং মিথ্যা তথ্য দিয়ে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে পাঠানো হয়েছে এবং সেগুলি সেসব দেশেই ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হবে। চিন প্লাস্টিক বর্জ্য আমদানি বন্ধ করার পর, মালয়েশিয়াই এখন প্লাস্টিক বর্জ্য রিসাইক্লিং করার ক্ষেত্রে প্রধান দেশ হয়ে উঠেছে। তাই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বর্জ্য এসে ঢুকছে মালয়েশিয়ায়। *(৩০.৫.১৯)*

শিক্ষা সংক্রান্ত

টুথপেস্টের রঙিন চারকোণা বাক্স কি?

★ প্রত্যেকটা টুথপেস্টে টিউবের নীচের অংশে খুব ছোট চারকোণা একটা জায়গা থাকে। এক এক টুথপেস্টের গায়ের ওই ছোট্ট চারকোণা বাক্সটি এক এক রংয়ের হয়ে থাকে। সবুজ, নীল, লল, কালো রংয়ের হয়। এবার দেখা যাক কোন রংয়ের মানে কী— সবুজ : এই পেস্ট তৈরিতে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করা হয়। নীল : কিছু প্রাকৃতিক উপাদান ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লাল : কিছু প্রা[illegible] উপাদান ব্যবহার করা হয়, তেমনি কিছু রাসায়নিক দ্রব্যও ব্যবহার করা হ[illegible] কালো : শুধুমাত্র রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। এবার তোমার টুথপেস্টের চৌকো বক্সটি কোন রংয়ের মিলিয়ে নাও।

পড়ুয়ার জন্য ১৮ হাজার কোটির প্রাসাদ

★ এক ভারতীয় কোটিপতির মেয়ে ভর্তি হয়েছেন সেন্ট অ্যান্ড্রুজ ইউনিভার্সিটিতে। সেই মেয়ের দেখভালে ১২ জন কর্মী চেয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে স্কটল্যান্ডে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। মেয়ের জন্য বিখ্যাত স্কটিশ কান্ট্রিসাইডে কিনেছেন প্রাসাদোপম বাড়ি। দাম প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা। বাড়ির নাম ইডেন ম্যানসন। তৈরি হয়েছিল ১৮৬০ সালে। ভিক্টোরিয়া স্থাপত্য, ৮টি বেডরুম। রয়েছে সিনেমা হল, মদের কুঠুরি, আস্তাবল ও ৫ একর ফাঁকা জমি। সেন্ট অ্যান্ড্রুজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বছরের ওই ছাত্রীর জন্য থাকবেন বাড়িতে একজন হাউস ম্যানেজার, কাজের লোক ৩ জন, মালি, পরিচারিকা, হাতে হাতে জিনিস জুগিয়ে দেওয়ার চাকর, তিনজন হুকুম-বরদার, একজন ড্রাইভার, একজন খানসামা। যেমন তেমন নয়, ধোসা বানাতে ওস্তাদ হতে হবে। সব মিলিয়ে ১২ জন। মাইনে বছরে ৩০ হাজার পাউন্ড। কে এই ভারতীয় কোটিপতি, নাম জানা যায়নি। শোনা যায়, খুব শিগগিরই পার্টি দেবেন নতুন ওই কোটিপতি ছাত্রী। তাহলে কি ক্যাথারিন দ্য গ্রেটের রাজপ্রাসাদের কিংবা লেভ টলস্টয়ের আনা ক্যারেনিনা উপন্যাসের সেইসব জাঁকজমকে ভরা, ঐশ্বর্যপূর্ণ পার্টি ফিরে আসছে স্কটিশ কান্ট্রিসাইডের ইডেন ম্যানসনে একজন ভারতীয় কোটিপতির কন্যার দৌলতে? *(১৬.৯.১৮)*

কি বিচিত্র এই প্রাণিজগৎ - ৪৪

সবচেয়ে বড় পাখি টাইটান

★ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পাখি কোনটি? এই নিয়ে প্রায় শতক ধরে বিজ্ঞানী ও গবেষকদের মধ্যে নানারকম দ্বন্দ্ব চলছে। সর্বসম্মতিক্রমে এক্ষেত্রে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে টাইটানকে। রয়্যাল সোসাইটি কর্তৃক ওপেন সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাখি হিসাবে উঠে এসেছে টাইটানের নাম। জুলজিক্যাল সোসাইটি অব লন্ডনের প্রধান বিজ্ঞানী জেম হ্যান্সফোর্ডের নেতৃত্বে এই গবেষণাটি পরিচালিত হয়ে আসছে। ইতিপূর্বে ফরাসি বিজ্ঞানীদের দাবি ছিল, হাজার বছর আগে সাভানা ও মাদাগাস্কার অঞ্চলে থাকা এলিফ্যান্ট বার্ড ছিল বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাখি। ব্রিটিশদের দাবি ছিল পৃথক। তাদের মতে, অ্যাপিওরনিস ম্যাক্সিমাস-এর চেয়ে অনেক বড় ছিল অ্যাপিওরনিস টাইটান। এতে ফরাসি প্রতিপক্ষরা পালটা যুক্তি এনে বলেন, একটু বড়সড় চেহারার ম্যাক্সিমাসকেই নতুন নাম দিয়ে টাইটান বলে চালাচ্ছেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা নানাবিধ তথ্যপ্রমাণ থেকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে এলিফ্যান্ট বার্ডের একটি প্রজাতি ছিল, যেটি আকারে বেশ বড়সড় ছিল। তার ওজন ছিল প্রায় ৮৬০ কেজি, তা একটি জিরাফের সমান। শীর্ষ গবেষক জেমস হ্যান্সফোর্ড জানান, 'এই প্রজাতিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন, কোনও প্রজাতির সঙ্গে একে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। এর নাম ভোরোম্বে টাইটান, উচ্চতা ১০ ফুট। প্রাপ্ত হাড় থেকে অনুমান, পাখিটির ওজন ছিল ৮৪০ কেজির আশপাশে। এটাই বিশ্বের সবচেয়ে বড় পাখি।' *(১৫.১০.১৮)*

বিবেকানন্দ কমিউনিটি কলেজ ফর ভোকেশনাল এডুকেশন

পরিচালনায় - জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে, আয়ের বৃদ্ধি ও সুনিশ্চিত করতে জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র নিরলস প্রচেষ্টা করে চলেছে। বেকারত্ব দুরীকরণ ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ার লক্ষ্যে এতদাঞ্চলের সাধারণ যুবক যুবতীদের বিনা খরচে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে এই সংগঠন।

উদ্দেশ্য

❖ পুঁথিগত বিদ্যার পরিবর্তে হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি ❖ ভবিষ্যত প্রজন্মকে আরো গতিশীল করা ❖ ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতার মান বৃদ্ধি ❖ বিশেষ চাহিদা ভিত্তিক বিষয় নির্বাচন ❖ দেশি ও বিদেশি প্রশিক্ষকদের যৌথ উদ্যোগে যুগোপোযোগী প্রশিক্ষণ

বিষয় ঃ ১) ছুতোর ২) পাইপ লাইন ৩) গাড়ি মেরামত ৪) ঝালাই

—ঃ শর্তাবলী ঃ—

❖ বয়স হতে হবে ১৬ বছরের উর্ধ্বে ❖ শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি বা তার বেশি ❖ নির্দিষ্ট সময়ে ও ক্লাসের দিনগুলিতে বাধ্যতামূলক উপস্থিত থাকতে হবে ❖ কোর্স শেষ হওয়া পর্যন্ত ধারাবাহিক ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ ❖ সংগঠনের সাধারণ নিয়মাবলী পালন ও শৃঙ্খলা রক্ষা ❖আধার কার্ডের জেরক্স ও ১ কপি ছবি (পাসপোর্ট) জমা দিতে হবে

²Ì! Çþ' Öiü& £öiî 1 yÄþ öiöi þ ˜î xyc ¢ Äy 30

যোগাযোগ ঃ জয়গোপালপুর গ্রামবিকাশ কেন্দ্র

জয়গোপালপুর, জে.এন.হাট, বাসন্তী, দঃ ২৪ পরগনা, ৭৪৩৩১২

মোবাইল - ৯০৯১২০২৮৩৮, ৯৭৩২৭১৬৯২৬, ৯৭৩৫৫১২৬৯৫

অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন - ইহা আমি বিশ্বাস করি না। — বিবেকানন্দ

আজকের বসুন্ধরা

১৬ আষাঢ় ১৪২৭, ১ জুলাই ২০২০ (প্রকৃত ১৩ বর্ষ ২য় সংখ্যা)

সম্পাদকীয়

৯১ বছরের হাতে লেখা উর্দু দৈনিক

★ এই সান্ধ্য দৈনিকের জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র কম নয়। ৯১ বছর পার করে ফেলল বিশ্বের একমাত্র হাতে লেখা সান্ধ্য উর্দু দৈনিক 'দ্য মুসলমান'। হাতে লিখেই ১৯২৭ সালে যাত্রা শুরু হয় এই দৈনিকের। বর্তমান সম্পাদক সৈয়দ আরিফুল্লাহ জানিয়েছেন, তিন প্রজন্ম ধরে চলছে এই উর্দু দৈনিক। সূচনাটা করেছিলেন তাঁর দাদু সৈয়দ আজমতউল্লাহ। তাঁর ইন্তেকালের পর ২০০৮ সালে হাল ধরেন তাঁর বাবা সৈয়দ ফাজাউল্লাহ। বাবার পরে এখন তাঁর কাঁধেই এই দৈনিকের দায়িত্ব। খবর সাজানোর পাশাপাশি রং, তুলির বৈচিত্র্যে নানা ক্যালিগ্রাফি ফুটিয়ে তোলার কাজে যুক্ত রয়েছেন তিন 'কাতিব'। রং পেনসিল, কলম ও তুলি দিয়ে লেখা হয় শিরোনাম ও ছবির ক্যাপশন। চেন্নাইয়ের ট্রিপলিকেন হাই রোডে দু'কামরার ছোট্ট দুটি ঘরে প্রথম পথ চলা শুরু হয় এই দৈনিকের। চার পাতার কাগজটির সব খবর সাজিয়ে দেন আরিফুল্লাহ নিজে। এরপর রং, তুলি দিয়ে ক্যালিগ্রাফির কাজ শুরু করেন মুখ্য 'কাতিব' রহমান হোসেইনি। তাঁর মাসিক বেতন ২,৫০০ টাকা। খবর লেখার দায়িত্বে রয়েছেন শাবানা ও খুরশিদ বেগম। প্রতিটি পাতা সাজানোর জন্য দিনে ৬০ টাকা করে বেতন পান তাঁরা। কাজ শুরু হয় সকাল ১০টা থেকে। দু'জন অনুবাদক খবরগুলি উর্দু ভাষায় লিখে দেন। ঘন্টা দুয়েক ধরে অনুবাদের কাজ চলে। তারপর ক্যালিগ্রাফি ও লেখার কাজ শুরু করেন তিন 'কাতিব'। মূল কপি তৈরি হয়ে গেলে দুপুর ১টা নাগাদ প্রিন্টের মাধ্যমে বাকি কপিগুলি তৈরি হয়। সন্ধ্যার আগেই খবরের কাগজ পৌঁছে যায় প্রায় ২১ হাজার পাঠকের হাতে। কাগজের দাম মাত্র ৭৫ পয়সা। প্রথম পাতায় থাকে দেশ ও বিদেশের নানা খবর। দ্বিতীয় পাতা জুড়ে শুধু সম্পাদকীয়। পরের পাতা দুটিতে স্থানীয় খবর ও বিজ্ঞাপন। ইসলাম ভিত্তিক খবর প্রথম পছন্দ হলেও সবরকম পাঠকের জন্যই খবর বাছা হয় এখানে। চিফ রিপোর্টার চিন্নাস্বামী বালাসুব্রহ্মণ্যম। দিল্লি, কলকাতা ও হায়দরাবাদের নানা জায়গায় এই দৈনিকের গ্রাহক ছড়িয়ে রয়েছে। দুটি দেওয়াল পাখা, তিনটি বাল্ব ও একটি টিউব লাইট দিয়ে সাজানো ছোট্ট দুটি ঘর থেকে গুটিকয়েক মানুষের নিরলস পরিশ্রমেই দিন দিন জনপ্রিয়তা বাড়ছে এই দৈনিকের। *(১৮.৪.১৮)*

৯৮ বছরের হাতে লেখা পত্রিকা এখনও চালু

★ ৯৮ বছর ধরে পূর্ব বর্ধমানের রায়না থানার আনগুনা গ্রামের সাহিত্যপ্রেমীদের উদ্যোগে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন প্রকাশিত হচ্ছে হাতে লেখা শারদপত্রিকা প্রভাত সাহিত্য পত্রিকা। আগামী কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোতে ৯৮তম বর্ষের সংখ্যাটি প্রকাশিত হচ্ছে। পোড়া মাটির তৈরি অক্ষর থেকে ট্রেডল মেশিন ছাড়িয়ে এখন ডিজিট্যাল প্রিন্টিংয়ের যুগ। মুদ্রণ দুনিয়ায় প্রতিদিনই নিত্য নতুন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হচ্ছে। আর সেখানে রীতিমতো নিজেদের ঐতিহ্য ধরে রেখেই আনগুনা গ্রামের প্রভাত সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে হাতে লিখেই। ১৯২০ সালে শুরু হয় এই পত্রিকা। তারপর থেকেই নিয়মিত চলছে। লেখাকে ফুটিয়ে তুলতে প্রতিটি পাতায় আঁকা হয় নানান ছবিও। ৯৮ বছরের প্রতিটি সংখ্যাই ক্লাবের লাইব্রেরিতে রয়েছে। ৮ ইঞ্চি লম্বা ও ৬ ইঞ্চি চওড়া বইয়ের আকৃতির ২০০ পাতার এই পত্রিকা। *(২৩.১০.১৮)*

উদ্ভিদ ও চাষবাস

হিজলিমেনাদি-৫৮

★ ড. সুভাষ মিস্ত্রী ঃ মিরটেসি গোত্র অন্তর্ভুক্ত হিজলিমেনাদি সুন্দরবনে ছোট আকারের বৃক্ষ। সাইজিজিয়াম রাসসিফোলিয়াম (Syzygium ruscifolium) গোত্রীয় জোয়ার ভাঁটার প্রভাব মুক্ত শুকনো বালিযুক্ত মাটিতে ভালো জন্মে। জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত ফুল ও ফল হয়। ফুল সাদাটে। ফল বেরী জাতীয়। হিজলিমেনাদি ভূমিক্ষয় রোধ, বনসৃজন ও জ্বালানি উপযোগী।

এক পড়ুয়ার জন্যই খুলল স্কুল

★ মাত্র একজন পড়ুয়ার জন্য খুলল গোটা একটা স্কুল। পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে কমতে এসে ঠেকেছে একেবারে শূন্যতে। শিক্ষার্থীর অভাবে বছর দুই আগে তালাই পড়ে গিয়েছিল তামিলনাড়ুর ভালপারাইয়ের চিন্নাকান্নারের ৭৬ বছরের পুরনো আদি দ্রাবিদার অ্যান্ড ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার স্কুলে। স্থানীয় চা-বাগানের এক কর্মীর আবেদনে সাড়া দিয়ে ফের দরজা খুলল এই বিদ্যালয়ের। রাজেশ্বরী নামে ওই কর্মী কাজ করেন চিন্নাকাল্লারের চা-বাগানে। নিজের ছয় বছরের ছেলে, শিবকে স্কুলে ভর্তি করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর এলাকার নিকটতম বিদ্যালয়টিও তাঁর বাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে। অন্যদিকে, আর যে স্কুলটি রয়েছে সেটি তালাবন্ধ। চা বাগানের মধ্যে তালাবন্ধ স্কুলটিকেই ফের খোলার আবেদন জানান সে। তাঁর ছেলেকে পড়াতেই ফের খুলে যায় এই স্কুলের দরজা। প্রধান শিক্ষক এম শক্তিভেল জানিয়েছেন, গত সোমবার স্কুলের প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি করা হয়েছে শিবকে। ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এই স্কুলের। সেই সময় ওই এলাকায় ৩০০-রও বেশি পরিবার বাস করত। সকলেই কাজ করতেন স্থানীয় চা বাগানে। আর প্রাথমিক শিক্ষার জন্য এঁদের ছেলেমেয়েরাই ভর্তি হতেন এই স্কুলে। গোটা এলাকাটি ঘন জঙ্গলের মধ্যে হওয়ার জন্য জন্তুর আক্রমণের ভয় ছিল। সেই জন্যই গত বছরে বহু পরিবার এখান থেকে অন্যত্র চলে যায়। *(২১.৬.১৯)*

সেরা নারী

★ এবছর ইন্টারনেটে সবথেকে বেশি খোঁজা হয়েছে ফেমিনিজম বা নারীবাদ শব্দটি। মার্কিন অভিধান সংস্থা মেরিয়াম ওয়েবস্টারের সমীক্ষায় উঠে এল চাঞ্চল্যকর এই তথ্য। জানা গেছে, গত বছরের তুলনায় নারীবাদ শব্দটি ৭০ শতাংশ বেশি অনুসন্ধান করা হয়েছে এ বছর। নারীবাদ পেয়েছে 'বছরের সেরা শব্দ'র তকমা। *(১৬.১২.১৭)*

শিক্ষা-২৫

'হাতের লেখা'

★ **লেখান :** খুদেকে যেকোনও বিষয়ে রোজ কমপক্ষে ১০ লাইন লিখতে বলুন। মাঝে মাঝে কোনও বিষয় নিয়ে আপনি ডিকটেশন দিন। ছোট বাচ্চার ক্ষেত্রে আপনি তার হাত ধরে লেখান। **পেনসিল সঠিকভাবে :** যেভাবে আপনার সন্তান পেনসিল ধরতে চায় তাকে সেভাবেই ধরতে দিন। নিজের মতো করে লিখতে পারলে হাতের লেখা ভালো হতে বাধ্য। **লাইন টানা খাতা :** ভালো লাইন টানা খাতায় অনুশীলন করানো। গোটা অক্ষর সুন্দর করে লেখা সম্ভবপর হয়। সাদা খাতায় লিখলে অক্ষর বেঁকে যাওয়ার সম্ভাবন থাকে। **ধীরে ধীরে :** অনেকসময় হাতের লেখা খারাপ হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ দ্রুত লেখা। কিন্তু হাতের লেখা দ্রুত করাটা তো খুব জরুরি। নাহলে পরীক্ষার খাতায় লেখা শেষ করবে কী করে। তাই আগে সন্তানকে লেখার ওপরে নিয়ন্ত্রণ আয়ত্ত করতে দিন। ঠিক মতো অভ্যাস করলে লেখার গতি নিজে থেকেই বাড়বে। **চাপ কম :** অনেক বাচ্চাই অতিরিক্ত চাপ দিয়ে পেন বা পেনসিল ধরে। এতে হাতের লেখা খারাপ হতে বাধ্য। আপনার খুদে এরকমটা করলে তাকে বারণ করুন। যত কম চাপ দিয়ে লিখবে তত ভালো হাতের লেখা হবে। **খেলার ছলে :** শব্দ লেখার যে কোনও খেলা খেলুন। কোনও একটা অক্ষর দিয়ে ফুল, ফল, পাখি এবং দেশের নাম লিখুন। এরকমভাবে খেলায় সন্তান মজাও পাবে আর লেখাও প্র্যাকটিস হবে। **পড়তে দিন :** সন্তানের লেখা ওকে পড়তে দিন। নিজের খুঁতগুলো নিজে বুঝতে পারলে ভবিষ্যতে ভুল কমবে।

নাম-মাহাত্ম্য

★ ব্রিটেন জুড়ে মোট ১০০৫টা রাস্তা আছে শেক্সপিয়ারের নামে। তার পরেই কবি লর্ড বায়রন, তাঁর নামে আছে ৬০৮টা জায়গা। ওয়ার্ডসওয়ার্থের নামে ৪৮২, শেলির নামে আছে ৪২৩টা রাস্তা। বিশ্ব বই দিবসে রয়াল মেল জানাল এই তথ্য। ভারতে কতগুলো রাস্তার নাম রবীন্দ্রনাথের নামে, জানতে ইচ্ছে করে। *(১৮.৩.১৮)*

নথিপত্র হারিয়ে গেলে?

★ মূল নথিপত্র না পেলে সম্পত্তি কোনোভাবে হস্তান্তর করা যায় না। মূল নথিপত্র হারিয়ে গেলে কী করবেন, **থানায় ডায়েরি :** অবিলম্বে স্থানীয় থানায় গিয়ে এফআইআর (ফার্স্ট ইনফর্মেশন রিপোর্ট) করতে হবে। মূল নথিপত্র হারিয়ে গেছে (চুরির কথা বলবেন না)। ওই এফআইআর-এর ১টি কপি জমির মালিকের কাছে রাখতে হবে। **বিজ্ঞাপন দিতে হবে :** এই মর্মে স্থানীয় সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। উল্লেখ করতে হবে, হারানো নথিপত্র কেউ খুঁজে পেলে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে হবে এই ঠিকানায়। **শেয়ার সার্টিফিকেট :** যদি ফ্ল্যাটে থাকেন ও ওই হাউজিং সোসাইটি থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ও সেটা হারিয়ে গেলে ওই একই পদ্ধতিতে আবেদন করতে হবে। **কোথায় হারানো নথি পাবেন? :** হারানো নথিপত্রের কপি পাবেন সংশ্লিষ্ট রেজিস্ট্রার অফিসে। জমা দিতে হবে স্ট্যাম্প পেপার, এফআইআর কপি, সংবাদপত্রের নোটিশ, সঙ্গে দিতে হবে সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ। যাবতীয় কপি নোটারিকে দিয়ে প্রত্যয়িত করিয়ে নেবেন।

প্রাচীন ভাষাকে বাঁচাতে বৃদ্ধার প্রয়াস

★ এক মহিলা ৯১ বছরের ক্রিস্টিনা ক্যালডেরন। তিনি ইয়াগান গোষ্ঠীর ইয়ামানা ভাষায় কথা বলা শেষ ব্যক্তি। ইয়াগান গোষ্ঠী কিন্তু শতাব্দী প্রাচীন বললেও কম বলা হবে। একসময়ে এই জনগোষ্ঠীটি আফ্রিকায় ছিল, পরে আর্জেন্টিনা আর চিলিতে তাদের বসবাস হয়। ক্রিস্টিনা দক্ষিণ চিলিতে থাকেন, মোজা তৈরি করে বিক্রি করেন। তাঁর দুঃখ একটাই তাঁর মাতৃভাষা ইয়ামানাতে কথা বলার লোকের ক্রমশই অভাব ঘটছে। তাঁর পরে যাতে এই ভাষা বিলুপ্ত না হয়ে যায় সেজন্য তিনি নানাবিধ চেষ্টা চালাচ্ছেন। একটা সময় ছিল যখন এখানে প্রচুর ইয়াগান সম্প্রদায়ের লোক ছিল। তাঁর বয়স যখন নয় বছর তখন পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজনে বাধ্য হয়েই তাঁকে স্প্যানিশ ভাষা শিখতে হয়েছে। চিলির পুয়ের্তো উইলিয়ামসের ছোট্ট শহর ভিল্লা উকিকায় (ইয়াগান গোষ্ঠীর তৈরি ছোট্ট শহর) পরিবার নিয়ে বাস করতেন। নিজের গত হয়ে যাওয়া বোনের সঙ্গেই তিনি শেষ ইয়ামানা ভাষায় কথা বলেছেন। তবে তাঁর কন্যা এই ভাষাটি শেখার ব্যাপারে উৎসাহ দেখিয়েছে, স্থানীয় কিছু বাচ্চাকে ক্রিস্টিনা ভাষাটি শেখানোর চেষ্টা করলেও উৎসাহের অভাব রয়েছে। কিছু ইয়াগান গোষ্ঠীর লোক এখনও বর্তমান, কেউই এই ভাষায় কথা বলতে পারে না। ক্রিস্টিনা জানান, 'আমারও তো বয়স হয়েছে, এখন অনেক শব্দ ভুলে যাই, তবে খানিকক্ষণ চিন্তা করার পরেই মনে পড়ে যায়।' *(৬.৬.১৯)*

জেনে রাখুন

★ ২০ বছর পূর্ণ হয়ে যাবার পর আপনার ব্রেনের ওজন প্রতি বছরে ১ গ্রাম করে কমতে থাকে। ★ পুরুষ মৌমাছি যৌনমিলনের ১ ঘন্টার মধ্যেই মারা যায়। ★ হাঁচি দেওয়ার সময় আপনার শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, এমনকী হৃদপিণ্ডও। ★ বিয়ের আংটি অনামিকা আঙুলে পরানো হয়, কারণ একমাত্র ওই আঙুলের শিরা হার্টের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ★ আপনার ঘুমের মাত্রা যত কম হবে, ঘুমের সময় আপনি তত বেশি স্বপ্ন দেখবেন। ★ গুগল প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৭০০ ডলার আয় করে। মানুষের শরীরে রক্ত প্রতিদিন প্রায় ১৯ হাজার ৩১২ কিলোমিটার দৌড়ায়। ★ আমেরিকার ৪২ শতাংশ চিকিৎসক ভারতীয়। ★ একটি প্লাস্টিক ব্যাগের পচন ধরতে ১ হাজার বছর পর্যন্ত সময় প্রয়োজন হতে পারে।

পাস করতে গেলে লাগাতে হবে ১০টি গাছ

★ কোনো শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক পাস করতে হলে কমপক্ষে দশটি করে গাছ লাগাতে হবে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ফিলিপাইনে। বাস্তবায়ন হলে একটি প্রজন্মের মধ্যেই ৫২৫ বিলিয়ন গাছ লাগানো সম্ভব হবে। প্রতি বছর প্রায় ১২ মিলিয়ন শিক্ষার্থী প্রাথমিক, ৫ মিলিয়ন শিক্ষার্থী মাধ্যমিক ও ৫ মিলিয়ন শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক শেষ করে। যদি এই আইনটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে প্রতি বছর ১৭৫ মিলিয়ন নতুন গাছ লাগানো সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে এক প্রজন্মের মধ্যেই ৫২৫ বিলিয়ন গাছ লাগানো সম্ভব হবে। এসব লাগানো গাছের বেঁচে থাকার হার যদি ১০ শতাংশও হয় তবুও তা ৫২৫ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি বন উজাড়ের একটি দেশ ফিলিপিন্স। ২০ শতকে দেশটির ৭০ শতাংশ বনাঞ্চল ২০ শতাংশে এসে ঠেকেছে। অবৈধভাবে গাছ কাটার ফলে এমন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যা এখনো অব্যাহত রয়েছে। কিছু এলাকায় গাছের অভাবে বন্যা ও ভূমিধসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিয়েছে। *(৪.৬.১৯)*

ব্রেক্সিট কী?

★ ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) থেকে ব্রিটেনের বেরিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া। 'ব্রিটেন (Britain)' এবং 'এগজিট (exit)' এই দুটি শব্দ মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল 'ব্রেক্সিট' শব্দটি। **ইউরোপীয় ইউনিয়ন হল -** ২৮টি দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জোট। একমাত্র সাইপ্রাস ভূমধ্যসাগরীয় এলাকার দেশ। বাকি সব দেশ ইউরোপ। **ইইউ এবং ব্রেক্সিট -** ১৯৭৩ সালে যোগ দেয় ব্রিটেন। তখন ইইউ-এর নাম ছিল 'ইউরোপীয় ইকনমিক কমিউনিটি' বা 'ইইসি'। ২০১৬ সালের ২৩ জুন ইইউ ছাড়া নিয়ে গণভোট হয় ব্রিটেনে। ৫২ শতাংশ ব্রিটিশ নাগরিক ইইউ ছেড়ে বেরিয়ে আসার পক্ষে ভোট দেন। ঠিক হয়, এই বিচ্ছেদ হবে তিন বছর পরে, ২০১৯-এর ২৯ মার্চ। **ব্রেক্সিট চুক্তি -** ইইউ ছেড়ে যাওয়ার জন্য ব্রিটেনকে ৩৯ হাজার কোটি পাউন্ড দিতে হবে। ২০১৯ সালের ২৯ মার্চ থেকে ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে হবে। ২০২০-র ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ইইউ নাগরিকেরা এবং তাদের পরিবার ব্রিটেনে ব্রেক্সিট-পূর্ববর্তী সময়ের মতোই সহজে যাতায়াত করতে পারবে। অন্তর্বর্তী সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্য আগের প্রক্রিয়া মেনেই চলবে। উত্তর আয়ারল্যান্ড (ব্রিটেনের অংশে) আর রিপাবলিক অব আয়ারল্যান্ড (স্বাধীন রাষ্ট্র)-র মধ্যে সীমান্ত যেমন আছে, তেমনই উন্মুক্ত থাকবে। তবে ইইউ চায়, আস্তে আস্তে সীমান্ত আইন কড়া করা হোক। *(২১.৩.১৯)*

খবরের কাগজ

★ প্রায় এক হাজার বছর আগে চিন দেশে প্রথম খবরের কাগজ প্রকাশিত হয়। নাম জিং বাও। মানে রাজধানীর সংবাদ। প্রজাদের কিছু খবর বা ফরমান জানাবার জন্য রাজ দরবার থেকে ওই কাগজ প্রকাশিত হত। ভারতের প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। 'দি বেঙ্গল গেজেট'। প্রথম প্রকাশ ১৭৮০-র ২৯ জানুয়ারি। পরে নাম হয় 'দি ইংলিশম্যান'। তারপর এর নাম হয় আজকের 'দি স্টেটসম্যান'। ১৮৮৬ সালে প্যারিস শহরের সংবাদপত্র 'ল্যপ্‌তি জার্নাল' প্রথম দশ লাখ কপি প্রকাশের গৌরব অর্জন করে। এরপর জাপানের 'আসাই শিমবুম' ১৯৭০-এ প্রকাশের দৈনিক সংখ্যা হয় এক কোটির ওপর। তবে একটি সংবাদপত্রের একটিমাত্র সংস্করণ কী পরিমাণ বড় হতে পারে তার প্রমাণ হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'দি নিউইয়র্ক টাইমস'। ১৯৭১ সালে ১০ অক্টোবর এই খবরের কাগজ ছিল ৯৭২ পাতার। বিজ্ঞাপন ছিল ১০ কোটি ২০ লাখ লাইন। ওজন ছিল ৩.৫ কিলোগ্রাম। দাম ছিল ৫০ সেন্ট। *(২৯.১.১৭)*

গাছ লাগান, পরিচর্যার ওপর নম্বর

★ পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শম্পা ধাড়া জানান, 'এবছর বনমহোৎসব পালন করা হবে দক্ষিণ দামোদরের তোড়কোনা উচ্চ বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ থেকেই জেলার বিভিন্ন স্কুলকে ১০০টি করে চারাগাছ দেওয়া হবে। মোট ২ লাখ ৩৬ হাজার গাছ বিতরণ করা হবে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে ও গাছ লাগানো ও তা পরিচর্যার মাধ্যমে বড় করে তোলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে স্কুলের ওয়ার্ক এডুকেশনের মধ্যে এই বিষয়টিকে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর ওপর ওয়ার্ক এডুকেশনে নম্বর দেওয়া হবে। *(১০.৭.১৯)*

'টিকটকের' প্রভাবে নাবালকের মৃত্যু

★ অ্যাপটির উৎপত্তিস্থল চীন। এটির দ্বারা ৩ থেকে ১৫ সেকেণ্ডের শর্ট মিউজিক ভিডিও বানানো যায়। এই অ্যাপটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে ভারতবর্ষে। এটির জন্য 'চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি' ও 'নগ্নতা' বৃদ্ধি পাচ্ছে। ব্লু হোয়েল ও পাবজির পর এবার টিকটকের প্রভাবে এক ১২ বছরের নাবালকের মৃত্যু হল। টিকটকের মোবাইল অ্যাপ টিম এ ব্যাপারে শোক প্রকাশ করলেও কোনো দায় নিতে চায়নি। তারা মৃতের পরিবার ও বন্ধুদের কাছে শোক প্রকাশ করেছে। ছেলেটির মৃতদেহ তাদের বাথরুমে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পরিবার জানায়, তার কপালে সিঁদুর, হাতে বালা ও গলায় মঙ্গলসূত্র ছিল। পুলিশের অনুমান, ওই টিকটক ভিডিও বানাতে গিয়ে দুর্ঘটনাবশত তার মৃত্যু হয়েছে। *(২৩.৬.১৯)*

আইনি অধিকার - ৪৪

আইন জেনে রাখুন

★ যেকোনো হোটেলে যেকোনো সময়ে আপনি বিনা খরচে পানীয় জল ও টয়লেট ব্যবহার করার অধিকারী। ইন্ডিয়ান সরাই অ্যাক্ট ১৮৬৭ অনুসারে শুধু আপনি নন, আপনার সাধের পোষ্যও এই অধিকার পেতে পারে। ★ কোনো পুলিশ অফিসার যদি ডায়রি নিতে অস্বীকার করেন আর তা প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁর ৬ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে। ২০০৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দিয়েছে। ★ যখন কোনো অপরাধীকে ধরতে যাবেন বা কাউকে কোনো অপরাধের জন্য প্রশ্ন করবেন তখন তাঁকে দেখে যাতে পুলিশ বলে মনে হয় তেমন পোশাকে থাকতে হবে। অর্থাৎ ইউনিফর্ম পরে যেতে হবে। ★ কোনো ধর্ষিতাকে বিনা খরচে সব রকম আইনি সাহায্য দিতে সরকার বাধ্য। সংবিধানের ৩৮(১) ও ২১ ধারায় এই সুযোগের কথা বলা আছে। ★ কাজের জায়গায় লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে মাইনে আলাদা করা যাবে না। ভারতীয় সংবিধানের ৩৯-এ ধারায় এমন বিধান দেওয়া আছে। ★ জনসমক্ষে কাউকে চুম্বন করা বা জড়িয়ে ধরা কোনো ফৌজদারি অপরাধ নয়। ২৯৪ ধারায় এমন কথা বলা আছে। তবে কোনও অশালীন কাজ করা হলে ৩ মাস পর্যন্ত জেল হতে পারে। ★ কোনো মহিলা প্রসূতি বলে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে না। মেটারনিটি বেনিফিট অ্যাক্ট ১৯৬১এ এমন নির্দেস দেওয়া আছে। ★ কোনো মহিলা ধর্ষিতা হলে তিনি ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন তাঁর মেডিকেল টেস্ট করানোর জন্য। সেজন্য তাঁর কোনো এফআইআরের দরকার হবে না। ইন্ডিয়ান পেনাল কোড অফ ক্রিমিনাল প্রসিডিওরে এমন কথা বলা আছে। ★ কোনো মহিলা যেখানে তাঁর দুর্ঘটনা ঘটেছে সেই এলাকার থানায় শুধু নয়, তাঁর সুবিধামতো যে কোনো থানায় এফআইআর করতে পারেন। ★ কোনো অবিবাহিত পুরুষ কখনওই কোনো সন্তান দত্তক নিতে পারবেন না। ★ হিন্দু অ্যাডপশন অ্যান্ড মেন্টেন্যান্স অ্যাক্ট ১৯৫৬ অনুসারে বিবাহিতরাও দুটো ছেলে বা দুটো মেয়েকে অর্থাৎ একই লিঙ্গের দুজনকে দত্তক নিতে পারবেন না। ★ বাড়িতে কারো গ্যাস সিলিন্ডার কোনো কারণে ফেটে গেলে ও তার থেকে মানুষ বা সম্পত্তির ক্ষতি হলে ৪০ লাখ টাকা কভারেজ পেতে পারেন। ★ মহিলারা বাড়িতে বসে ই-মেলের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারেন।

বাংলাদেশ-৩৫

ছাদ কেটে সোনা চুরির পর ঢালাই

★ বাংলাদেশের ঢাকার গুলশান-২ নম্বরের ডিসিসি মার্কেটের একটি সোনার দোকানে প্রথমে মার্কেটের ছাদ কেটে চুরি এবং চুরি শেষে ছাদ ঢালাই করা হয়েছে। চুরির ঘটনায় দোকান মালিক পক্ষ থেকে আনুমানিক ৩০০ ভরি স্বর্ণ ও ২৪ লাখ টাকা খোয়া যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। পুলিশের গুলশান থানার এসআই আলমগীর বলেন, পয়লা বৈশাখের দিন গত শনিবার কাজ করে রাতে দোকান বন্ধ করে যান কর্মচারীরা। পরদিন রোববার সাপ্তাহিক ছুটির কারণে বন্ধ ছিল মার্কেট। সোমবার সকালে দোকান খুলে দেখা যায় দোকানের ছাদ কেটে স্বর্ণ ও নগদ টাকা চুরি হয়েছে। *(১৮.৪.১৮)*

সিলেটি হরফে লেখা বই সংগ্রহে ব্রিটেন থেকে

★ পেশা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। কিন্তু ব্রিটিশ নাগরিক জেমস উইলিয়াম লয়েড অবসর জীবন কাটাচ্ছেন ভাষা নিয়ে গবেষণা করে। পূর্ববঙ্গের সিলেটি ভাষা তাঁর গবেষণার বিষয়! এই ভাষার টানে ও সিলেটি হরফে (সিলেট নাগরি হরফ) লেখা দুর্লভ একটি বই সংগ্রহ করতে তিনি চলে এসেছেন ব্রিটেন থেকে বরাক উপত্যকার বদরপুরে। স্ত্রী সুসান লয়েডস উইলিয়ামকে নিয়ে উঠেছেন একটি বেসরকারি স্কুলের হোস্টেলে। সুসানও এক ভাষা গবেষক। আন্তর্জাতিক ভাষা স্বীকৃতি কমিটিরও সদস্য। তাঁর হাত ধরেই বাংলাভাষা আন্তর্জাতিক স্তরে মর্যাদা লাভ করেছে। লয়েড বিশ্বের অনেক ভাষায় অনর্গল কথাও বলতে পারেন। তিনি স্পষ্ট উচ্চারণেই সিলেটি ভাষাতে অল ইসলাহ ন্যাশনাল অ্যাকাডেমিতে এক মত বিনিময় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। যা মুগ্ধ করে উপস্থিত শ্রোতাদের। বরাকের অনেক সিলেটি লোকই হয়তো তাঁর মতো সুন্দর করে কথা বলতে পারবেন না। *(১.৮.১৯)*

নীতিশিক্ষা - ৩৬

ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম

★ একজন ছেলে তার বুড়ো বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে ছেড়ে আসছিল। ঠিক তখনি ওর বউ ফোন করে বলল, 'একেবারে সব ঠিকঠাক করে আসবে। পুজো-পার্বণে যেন চলে না আসে।'

ছেলেটি আবার বৃদ্ধাশ্রমে ফিরে এসে দেখল ওর বাবা বৃদ্ধাশ্রমের ইনচার্জের সঙ্গে খুব গল্প করছে, যেন কত জানাশোনা ... তারপর তার বাবা ঘরের অবস্থা দেখতে ভিতরে চলে গেল। ছেলে অবাক হয়ে উৎসুকতার সঙ্গে বৃদ্ধাশ্রমের ইনচার্জের সঙ্গে দেখা করে বলল, 'আপনি কি আমার বাবার পূর্বপরিচিত?'

ইনচার্জ বলল, 'হ্যাঁ, প্রায় তিরিশ বছর ধরে, যখন উনি আমাদের কাছ থেকে একটি অনাথ বাচ্চাকে দত্তক নিয়ে এসেছিলেন।'

পড়াশুনা হবে দ্বিগুণ গতিতে

★ **মাথা খাটান :** যত মাথা ঘামাবেন তত বুদ্ধি বাড়বে। দাবা খেলার অভ্যাস খুব ভালো। তাছাড়া রোজ সকালে সুদোকু কিংবা ক্রসওয়ার্ড,খেলার অভ্যাস করুন। **লিখে লিখে :** সব পড়াই কিন্তু লিখে পড়লে তাড়াতাড়ি বোঝা যায়। একবার একটা ছোট অংশ পড়ে নিজের মতো করে লিখে ফেললেই ফারাক বুঝতে পারবেন। **ট্রিক :** মনে রাখার জন্য কিছু বিশেষ ট্রিক ব্যবহার করুন। আপনাকেই খুঁজে বের করতে হবে শিক্ষকদের পরামর্শ অনুযায়ী মনে রাখতে পারেন কিংবা নিজের বুদ্ধি দিয়ে ট্রিক তৈরি করা। **হাতে কলমে :** পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো হাতেকলমে করার চেষ্টা করুন। জবাপাতার স্ট্রাকচার বোঝার জন্য গাছ থেকে পাতা নিয়ে নিজের গবেষক সত্ত্বাকে জাগিয়ে তুলতে হবে তবে জটিল পরীক্ষানিরীক্ষার জন্য স্কুলের ল্যাবই আদর্শ। **সঠিক পরিবেশ :** ঘরের যে জায়গা পছন্দের সেখানে বসে পড়াশুনা করুন। সমস্যা হলে ঘরের মধ্যেই একাধিক জায়গায় ঘুরে ঘুরে পড়ুন। যেখানে পড়তে ভালো লাগবে সেখানেই পড়ুন। **একসঙ্গে :** দলগতভাবে পড়ার অভ্যাস কিন্তু খুব ভালো। **বই পড়ুন :** গল্পের বই, প্রবন্ধ দেশবিদেশের আর্টিকেল পড়ুন। অনেক বিষয়ে পড়াশোনা থাকলে জ্ঞান আপনিই বাড়বে।

পকেটমার থেকে বাঁচতে জেনে রাখুন-৫২

অনলাইনে ভিক্ষে করে সাজার মুখে আরব মহিলা

★ ভিক্ষে করে ১৭ দিনে আয় হয়েছে ৪২ লক্ষ টাকা। কয়েকদিন আগেই ঈদ উল ফিতর গেছে। তার আগে ছিল রমজান মাস। আর তখনি অনলাইনে ভিক্ষে করে ইউরোপের এক মহিলা প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা আয় করেন। তবে জন্মসূত্রে ইউরোপের হলেও তিনি থাকেন সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে। কিন্তু সেখানে অনলাইনে ভিক্ষা করা আইনত অপরাধ। ওই মহিলা তো আর অতশত নিয়মের কথা জানতেন না। ফলত তাকে আটক করা হয়েছে। তবে ভিক্ষে করে মানে সদুপায়ে ভিক্ষে করার মাধ্যমে তো আর এত টাকা আয় করা যায় না, সেখানে অসৎ পদ্ধতি অবলম্বন করতেই হবে। আর ওই মহিলাও তার ব্যতিক্রম হননি। প্রতারণা করেছেন তিনি। বিভিন্ন সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটে তিনি ছেলের দুর্ভিক্ষপীড়িত ছবি দিতেন। একাধিক সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইট ব্যবহার করতেন আর সেখানে এমন সব ছবি দিতেন যা দেখলে যে কারওরই মায়া আসবে। তাকে ভরণপোষণের জন্যও অর্থসাহায্য চাওয়া হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি নিজেকে ডিভোর্সী মহিলা বলে দাবি করেন। ওই মহিলার প্রাক্তন স্বামীর কাছে বিষয়টি পৌঁছতেই তিনি জানান, সন্তান ডিভোর্সের পর থেকে বাবার সঙ্গে থাকে। বাচ্চার সমস্ত খরচও বাবা সামলাচ্ছেন। তিনি ফেসবুক, ট্যুইটার, ইনস্টাগ্রাম সর্বত্র এইসব পোষ্ট করতেন। তবে ওই মহিলার নাম, বয়স ও কোন দেশের নাগরিক তা প্রকাশ করা হয়নি। অনলাইনে ভিক্ষের জন্য ওই মহিলাকে জরিমানা দিতে হতো, কিন্তু তিনি তা দেওয়াতে রাজি না হওয়ায় তাকে জেল খাটতে হবে। রোজার মাসে সমগ্র আরবে প্রায় ১২৮ ভিক্ষুককে আটক করা হয়েছে প্রতারণার অভিযোগে। *(২৫.৬.১৯)*

সাপের কামড়ে মৃত্যু ঃ নভেম্বর ২০১৯

৩১.১০ ঃ সোনা মাইতি (২০) মারা গেল ঃ সাপের ছোবলে মৃত্যু হল মহিলার। পুরুলিয়ার ঘোলদিগরুই গ্রামের এই মহিলা ঘুমোচ্ছিলেন। তখনই সাপে ছোবল মারে। ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

★ **নিত্যানন্দ নস্কর (৪৮) মারা গেলেন ঃ** নগরাহাটের মধ্য শিবপুর-দুলালপুর গ্রামে। তাকে পরেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় তার।

১ ঃ নামিতা মালিক (২৬) মারা গেল ঃ গোখরোর কামড়ে মারা গেলেন আমতার কুমারিয়া গ্রামের মহিলা। হাসপাতালে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে জানান।

২ ঃ সাপের কামড়ে মৃত্যু বিজ্ঞানকর্মীর ঃ সাপের কামড়েই মৃত্যু হল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মী ব্যারাকপুরের অনুপ ঘোষের। নৈহাটির হাজিনগরে চন্দ্রবোড়া সাপ তাঁর হাতে ছোবল মারে। নিয়ে আসা হয় আর.জি. কর হাসপাতালে। সেখান থেকে অন্য একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় পথেই অনুপবাবুর মৃত্যু ঘটে। বন্যপ্রাণী উদ্ধারের জন্য স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ করতেন। বহু বিষধর সাপকে বাঁচিয়েছেন।

১৬ ঃ কামড় খেয়েই হাসপাতালে ঃ জীবনতলার ইটখোলা গ্রামে বাড়ি। বলেন, আমাকে কালাচ সাপে কামড়েছে। সকলে গোলাম রবকে নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ছোটেন। সঙ্গে আনেন মরা কালাচ। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আপাতত সুস্থ গোলাম। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগরের গোয়ালবেড়িয়া গ্রামে। ★ বছর সতেরোর **কোয়েল হালদার** রাতে যখন বাড়ি ফিরছিল তখন ডান পায়ে ছোবল বসায় একটি চন্দ্রবোড়া। বাড়ির লোক কোয়েলকে নিয়ে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ছোটেন। সে এখন সুস্থ।

২১ ঃ ক্লাসেই সাপের কামড়ে ছাত্রীর মৃত্যু ঃ ক্লাসরুমের মধ্যেই সাপের কামড়ে ছাত্রীর মৃত্যুতে সাসপেন্ড হলেন শিক্ষক। কেরলের ওয়েনাড় জেলার সুলতান বাথারি এলাকার একটি সরকারি উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে। সেহলা নামে পঞ্চম শ্রেণির ওই ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগ, সাপের কামড়ের পর ছাত্রীর কথায় কোনও কর্ণপাত না করেই ক্লাসও নিয়েছিলেন তিনি। পরে কোঝিকোড়ের সরকারি হাসপাতালে মৃত্যু হয়।

সুন্দরবনের বাঘ ঃ নভেম্বর ২০১৯

১১ ঃ দুই বাঘের নজিরবিহীন যাত্রা ঃ ২১ জুন মহারাষ্ট্রের ইয়াবতমালের টিপেশ্বর বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কেন্দ্র থেকে যাত্রা শুরু করে ১১৬০ কিমি. পথ পাড়ি দেয় একটি বাঘ। অন্য বাঘটি ১১ সেপ্টেম্বর তেলেঙ্গানার কাগাজনগর থেকে নতুন ঠিকানার খোঁজে বেরিয়ে এখনও পর্যন্ত ৪৫০ কিমি. পথ পাড়ি দিয়েছে। বন দপ্তর জানায়, রেডিও কলার পরানো থাকায় বাঘ ২টির গতিবিধির ওপর নজর রাখা সম্ভব হয়েছে। এমন যাত্রা এর আগে কোনো বাঘ কখনো করেনি।

১৫ ঃ কুমিরের মুখ থেকে বোনকে বাঁচাল ঃ বিশালাকার এক কুমিরের মুখ থেকে নিজের বোনকে বাঁচাল ১৫ বছরের কিশোর। ফিলিপিন্সের পালাওয়ানে ১২ বছরের বোন তার দাদা হাসিমের সঙ্গে একটি খাঁড়ি পেরোচ্ছিল। তখনই বিশালাকার ওই কুমির বোন হাবিকে কামড়ে ধরে। হাসিম বোনকে বাঁচাতে কুমিরের মাথায় পাথর ছুঁড়তে থাকে। তারপর হাবিকে কুমিরের মুখ থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে।

১৬ ঃ যাদব মণ্ডল (৩৫) আহত ঃ বাঘের হানায় গুরুতর জখম হলেন সুন্দরবনের পীরখালি জঙ্গলে। গোসাবা গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই মৎস্যজীবী। জনা সাতেক মৎস্যজীবী গোসাবার পাখিরালয় গ্রাম থেকে মাছ, কাঁকড়া ধরার জন্য জঙ্গলে গিয়েছিলেন।

২৩ ঃ অনিল মণ্ডল (৫২) মারা গেল ঃ বাঘের আক্রমণে নিহত হলেন পিরখালি জঙ্গলে। তিন জনের একটি মৎস্যজীবী দল ওই এলাকায় কাঁকড়া ধরছিল। সেখানেই বাঘ তুলে নিয়ে চলে যায় অনিলকে। বাড়ি গোসাবার বালি এলাকায়। পরে বনদপ্তরের সহযোগিতায় দেহটি উদ্ধার হয়।

সম্প্রতি ঘটে যাওয়া বিশেষ বিশেষ খবর ঃ নভেম্বর ২০১৯

৩১.১০ ঃ প্রয়াত গুরুদাস দাশগুপ্ত (৮৩) ঃ

সিপিআইয়ের প্রাক্তন সাংসদ ও শ্রমিক নেতা। রেখে গেলেন স্ত্রী ও কন্যাকে।

১ ঃ ঘুমহীন দেশ, দ্বিতীয় ভারত ঃ

রিপোর্টে তালিকায় প্রথম জাপান - দৈনিক রাত্রে গড়পড়তা ঘুম ৬ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট। ভারত দ্বিতীয়, দৈনিক রাত্রে গড়পড়তা ঘুম ৭ ঘণ্টা ১ মিনিট।

৩ ঃ পুরস্কৃত শান্তিপদ ঃ

প্রচলিত শক্তির সংরক্ষণ ও গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বাঙালি সৌরবিজ্ঞানী শান্তিপদ গণচৌধুরিকে 'মিশন ইনোভেশন চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড-এ পুরস্কৃত করল কেন্দ্রীয় সরকার। দিল্লিতে ৩০টি দেশের বিজ্ঞানী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে তাঁর হাতে পুরস্কার এবং এক কোটি টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। এই টাকা দেশের জন্য অপ্রচলিত শক্তি গবেষণায় খরচ করবেন সৌরবিজ্ঞানী।

৭ ঃ প্রয়াত নবনীতা দেবসেন (৮১) ঃ

কবি-সাহিত্যিক হিন্দুস্থানে পার্কের বাড়িতে তাঁর জীবনাবসান হয়। ক্যান্সারে ভুগছিলেন। তার মধ্যেও নিয়মিত লেখালেখি চালিয়ে গেছেন। একাধিক ভাষা জানতেন। বাংলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, হিন্দি ছাড়াও জানতেন হিব্রু, ওড়িয়া, অসমিয়া, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষা।

১০ ঃ চলে গেলেন টি এন শেষন (৮৭) ঃ

দেশের প্রাক্তন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। চেন্নাইয়ের বাসভবনে জীবনাবসান হয়। আদর্শ আচরণবিধি প্রয়োগের ব্যাপারে এবং সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র চালু করার ক্ষেত্রে তাঁর একরোখা মনোভাব শেষ পর্যন্ত দেশের নির্বাচন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনে।

১২ ঃ প্রয়াত হলেন কালজয়ী বিজ্ঞাপনের স্রষ্টা রাম রে (৭৪) ঃ

বিজ্ঞাপন জগতের নক্ষত্র, রেখে গেলেন স্ত্রী হাসি ও কন্যা রাশিকে। বিজ্ঞাপন জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছিলেন। দেড়শোরও বেশি নামি ক্লায়েন্টের সঙ্গে কাজ করেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'জেডব্লুটি'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নামি বিজ্ঞাপন সংস্থা 'ক্লারিয়ন'-এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৪ সালে তৈরি করেছিলেন 'রেসপপ গ্রুপ'। ফোটোগ্রাফি, টাইপোগ্রাফি, গ্রাফিক্স, সাহিত্যে সৃষ্টিশীলতার ছাপ রেখেছিলেন। 'ফ্রুটি', 'কুকর্মি', 'বোরোলীন', 'মার্গো সাবান', কালজয়ী বিজ্ঞাপনে তিনি ছিলেন।

১৪ ঃ রসগোল্লা উৎসব ঃ

রসগোল্লা খাইয়ে দ্বিতীয় বর্ষ রসগোল্লা উৎসব পালনের উদ্যোগ নিয়েছে স্বতন্ত্র হুগলি জেলা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতি। সমস্ত পথচারীকে বিনামূল্যে ১টি করে রসগোল্লা খাওয়াবেন তাঁরা। জেলার ৬০টি মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানের মালিক ১০০টি করে রসগোল্লা নিয়ে হাজির থাকবেন। রসগোল্লার আদি জন্মস্থান হিসেবে বাংলার জিআই স্বীকৃতির কথা মাথায় রেখেই এই আয়োজন।

১৮ ঃ প্রধান বিচারপতি হলেন বোবদে ঃ

সুপ্রিম কোর্টের ৪৭তম প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলেন শরদ অরবিন্দ বোবদে। রঞ্জন গগৈয়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন।

২২ ঃ কানাডায় প্রথম হিন্দু মন্ত্রী ঃ

কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর ৩৭ সদস্যের মন্ত্রিসভায় প্রথমবারের মতো স্থান পেয়েছেন হিন্দু আইনপ্রণেতা অনিতা আনন্দ। পাবলিক সার্ভিস ও প্রকিউরমেন্ট মন্ত্রকের দায়িত্ব পালন করবেন অনিতা। অনিতা ছাড়াও তিন শিখ ধর্মাবলম্বীকেও মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দিয়েছেন জাস্টিন ট্রুডো।

★ ন'টি তক্ষক-সহ ধৃত ঃ

বনদপ্তর ও জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার হল পাচারকারী। ডায়মণ্ডহারবারের সরিষা এলাকার মুড়াগাছি গ্রামে ধৃত পাচারকারী শওকত আলি শেখের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ন'টি জীবন্ত তক্ষক। চোরাপথে বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টায় ছিল।

২৪ ঃ ক্ষিতি গোস্বামী (৭৬) প্রয়াত ঃ

আরএসপি-র সাধারণ সম্পাদক, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী। চেন্নাইয়ের হাসপাতালে গলার সমস্যার জন্য তাঁর অস্ত্রোপচার হয়। রবিবার ফিরে আসার কথা ছিল। শনিবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ায় ফের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রবিবার ভোর চারটে নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। এদিন রাতেই তাঁর দেহ কলকাতায় আনা হয়।

প্রশ্ন-উত্তর — ৪৫

১৪১) কোন বিখ্যাত সার্চ-ইঞ্জিন কোম্পানি একসময় BackRub নামে পরিচিত ছিল? ১৪২) Firefly-A Fairytale বইটির মাত্র একশো কপি ছাপা হয়েছিল। এক লাখ টাকা দামের বইটির লেখিকা কোন ফ্যাশন ডিজাইনার? ১৪৩) সংগীতশিল্পী তালাত মাহমুদ অভিনেতা হিসেবে কী নামে খ্যাত হয়েছিলেন? ১৪৪) কত তারিখে 'জাতীয় ক্রীড়া দিবস' পালন করা হয়? ১৪৫) কোন আন্দোলনের সময় গান্ধিজি 'ডু অর ডাই' স্লোগান দেন? ১৪৬) মহাবিদ্রোহের সূত্রপাত হয়েছিল কোন শহরে? ১৪৭) কার নির্দেশে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল? ১৪৮) চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে টিপু সুলতানের পরাজয়ের পর তাঁর পরিবারবর্গকে কোথায় নির্বাসিত করা হয়? ১৪৯) স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন? ১৫০) 'তিরঙ্গা' পতাকার রংগুলি কীসের প্রতীক?

গত সংখ্যার (জুন) উত্তর

১৩১) অসম, ১৩২) হুমায়ুনের সমাধি, ১৩৩) অন্ধ্রপ্রদেশ, ১৩৪) হায়দরাবাদ, ১৩৫) ব্রিটেন, ১৩৬) ড. এপিজে আব্দুল কালাম, ১৩৭) আফগানিস্তান ও পাকিস্তান, ১৩৮) মাদার টেরেসা, ১৩৯) হেনরি ল্যুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, ১৪০) ওড়িশা

বিজ্ঞানের খবর-৪১

কী এই অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিসাইল?

★ ডিআরডিও-র বিজ্ঞানীদের তৈরি মিসাইল ধ্বংস করে দিয়েছে অকেজো উপগ্রহকে। আমেরিকা, রাশিয়া ও চিনের পর ভারত হয়ে ওঠে চতুর্থ দেশ যারা এই বিরল কৃতিত্ব অর্জন করে। কি এই অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিসালই (উপগ্রহ বিরোধী ক্ষেপণাস্ত্র)? এটা এক ধরনের উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র। যা দিয়ে মহাকাশে অবস্থিত কৃত্রিম উপগ্রহ ধ্বংস করা যায়। ১৯৫৯ সালে আমেরিকা প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে উপগ্রহ ধ্বংসকারী ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়। তবে তখন অবশ্য মিসাইলকে আকাশ থেকে ছুঁড়তে হত। আমেরিকাকে টেক্কা দিতে ১৯৬৭ সালে পালটা রাশিয়াও এই ধরনের মিসাইল তৈরি করে। তবে রাশিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রটি নিক্ষেপ করার জন্য আকাশে যেতে হত না। মাটি থেকেই সফলভাবে ছোঁড়া যেত। বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন, অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিসাইল তৈরির প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে মহাকাশে নিজের দেশের যে সমস্ত কৃত্রিম উপগ্রহ রয়েছে এবং গবেষণামূলক কাজকর্ম চলছে সেগুলিকে নিরাপত্তা দেওয়া। সেইসঙ্গে মহাকাশ থেকে কোনও শত্রু দেশের আক্রমণ হলে তা যেন মহাকাশেই প্রতিহত করা যায়, তা নিশ্চিত করা। এই ধরনের অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিসাইলের সঙ্গে প্রয়োজনে পারমাণবিক অস্ত্রও যুক্ত করা যায় এবং শত্রু দেশে অব্যর্থ নিশানায় হামলা চালানো যায়। পৃথিবী থেকে ৩১০০ নটিক্যাল মাইল (৫৭৪১ কিমি) পর্যন্ত এলাকাকে লো-আর্থ অরবিট বলা হয়। আমেরিকা রাশিয়ার পর চিন তৃতীয় শক্তি হিসাবে ২০০৭ সালে সফলভাবে ওই প্রযুক্তির ব্যবহার করে। আমেরিকা এবং রাশিয়ার মতো চিনও প্রথম সফল উৎক্ষেপণের পর থেকে অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিসাইল প্রযুক্তি আরও উন্নত করে চলেছে। চিনের সাফল্য মহাকাশে ভারতের নিরাপত্তায় হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। এরপর থেকে ভারতেও সেই একই প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা শুরু করে। ২০১২ সালের মধ্যেই অ্যান্টি স্যাটেলাইট মিসাইল তৈরির প্রযুক্তি তৈরিতে সক্ষম হন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকরা। ওড়িশা সৈকত থেকে ওই মিসাইল সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয়। *(২৮.৩.১৯)*

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা-৪৩

সহজ উপায়ে স্ট্রোক সনাক্ত করার উপায়

★ একটা অনুষ্ঠানে গিয়ে একজন ভদ্রমহিলা হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। উঠে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, সবকিছু ঠিক আছে, মেঝের টাইলসে তার নতুন জুতোর হীল বেধে যাওয়ায় তিনি পড়ে গিয়েছিলেন। কেউ একজন এম্বুলেন্স ডাকার কথা বললেও তিনি তাতে রাজি হলেন না। সবকিছু ঠিকঠাক করে, পরিস্কার করে তিনি নতুন করে প্লেটে খাবার নিলেন। যদিও মনে হচ্ছিলো যেন তিনি একটু কেঁপে কেঁপে উঠছেন। অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ সময় জুড়েই তিনি উপস্থিত থাকলেন। পরদিন দুপুরে ভদ্রমহিলার স্বামী ফোন করে জানালেন, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সন্ধ্যা ছটার সময় তিনি মারা গেলেন। মূল যে ঘটনা ঘটেছিল, তা হলো, তার অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় স্ট্রোক হয়েছিল। সেখানে যদি কেউ জানতেন, কিভাবে স্ট্রোক সনাক্ত করা সম্ভব, তাহলে হয়তো ভদ্রমহিলা আজও বেঁচে থাকতেন। সবাই যে মৃত্যুবরণ করে, তা নয়। অনেকের ঠাঁই হয় বিছানায়। একজন মস্তিষ্ক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, যদি একজন স্ট্রোকের শিকার রোগীকে স্ট্রোক হবার তিন ঘন্টার মধ্যে হাসপাতালে নেয়া যায়, তবে তাকে সম্পূর্ণভাবে সুস্থ অবস্থায় ফেরত পাওয়া সম্ভব। শুধু আমাদের জানতে হবে কিভাবে স্ট্রোক চেনা যায় এবং কিভাবে রোগীকে উল্লেখ্য সময়ের মধ্যে মেডিকেল কেয়ারে নেওয়া যায়।

স্ট্রোককে চিনুন – সহজ তিনটি ধাপ : S T ও R.. পড়ুন এবং জানুন। সহজ তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করুন : S – Smile রোগীকে হাসতে বলুন। T – Talk রোগীকে আপনার সাথে সাথে একটি বাক্য বলতে বলুন। উদাহরণ : আজকের দিনটা অনেক সুন্দর। R – Raise hands. রোগীকে একসাথে দুই হাত উপরে তুলতে বলুন। এর কোনো একটিতে যদি রোগীর সমস্যা বা কষ্ট হয়, তৎক্ষণাৎ দেরি না করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান এবং চিকিৎসককে সমস্যাটি খুলে বলুন। সনাক্তকরণের আরেকটি উপায় হচ্ছে, রোগীকে বলুন তার জিহ্বা বের করতে। যদি তা ভাঁজ হয়ে থাকে, অথবা যদি তা বেঁকে যে কোনো একদিকে চলে যায়, সেটাও স্ট্রোকের লক্ষণ। তৎক্ষণাৎ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। যদি আমরা সবাই-ই এই সহজ ব্যাপারগুলো জেনে রাখি, তবে আমরা একজনের হলেও জীবন বাঁচাতে পারবো।

প্রশংসিত বেঙ্গল কেমিক্যালস

★ এবছরও প্রশংসিত হল বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড (বিসিপিএল)। কেন্দ্রীয় এই সংস্থাটি এই নিয়ে পর পর তিন বছর এক্সেলেন্ট কর্পোরেট গভর্ন্যান্স রেটিং' পেল। এই রেটিং দেয় ভারত সরকারের ডিপার্টমেন্ট অফ পাবলিক এন্টারপ্রাইজেস। উল্লেখ্য, মিনিস্ট্রি অফ ফার্মা অ্যান্ড মিনিস্ট্রি অফ হেলথ অ্যান্ড ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ারের অধীনে যে ১৩টি সংস্থা আছে তার মধ্যে বিসিপিএল হল একমাত্র সংস্থা যারা ২০১৭-১৮-এ এই 'রেটিং' পেল। কার্যত এর পেছনে সংস্থার ডিরেক্টর (অর্থ) এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর (অতিরিক্ত দায়িত্ব) পি এম চন্দ্রাইয়া-র ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এই সংস্থা। ফলে যে সংস্থা ২০১৩-১৪-এ পেয়েছিল 'পুওর কর্পোরেট গভর্ন্যান্স রেটিং', তারাই আবার ২০১৫-১৬ থেকে পাচ্ছে এক্সেলেন্ট কর্পোরেট গভর্ন্যান্স রেটিং। খুশি পি এম চন্দ্রাইয়া। তাঁর আমলেই পরপর তিন বছর এই রেটিং পেল বিসিপিএল। গত অর্থবর্ষে ১০ কোটি টাকা মুনাফা করেছিল সংস্থা। চলতি বছরের প্রথম ছ'মাসেই এই পরিমাণ মুনাফা তারা অর্জন করেছে। গত ৬৫ বছর ধরে লোকসানে চলা সংস্থাই ২০১৬-'১৭-এ একটি লাভজনক সংস্থা হিসেবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। *(১২.১২.১৮)*

শিক্ষা সংক্রান্ত

তুরস্কে ১৫০০ বছরের পুরোনো বই

★ তুরস্কে হিব্রু ভাষায় লিখিত শিল্ড অব ডেভিড সমন্বিত ১৫০০ বছরের পুরনো একটি ধর্মীয় বই উদ্ধার করেছে পুলিশ। তুরস্কের পশ্চিম ইজমিরপ্রদেশ থেকে বইটি উদ্ধার করা হয়। কিছু ব্যক্তি হস্তলিখিত বই বিক্রি করার পরিকল্পনা করে। ১৭ পৃষ্ঠার এই বইটির দৈর্ঘ্য সাড়ে ১০ সেন্টিমিটার ও প্রস্থ সাড়ে ৮ সেন্টিমিটার। তুরস্কে অবৈধ বিক্রি বন্ধে ও দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার চোরাচালান প্রতিরোধী অভিযান পরিচালনা করে পুলিশ। তাই এর ঐতিহাসিক ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধ পর্যটনশিল্প প্রতি বছর লাখ লাখ বিদেশী দর্শককে আকৃষ্ট করে। *(৪.৬.১৯)*

দামি বই

★ নিউইয়র্ক। না হয় তিনি বিল গেটস আর ক'দিনের মধ্যেই তিনি লক্ষ কোটি টাকার অঙ্কের সম্পত্তির প্রথম মালিক হবেন। কিন্তু জানেন কি, বিশ্বের সবথেকে ধনী ব্যক্তির কাছে রয়েছে সব থেকে দামি বইটিও। বইটি হল লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির লেখা 'কোডেক্স লিইস্টার'। ১৯৯৪ সালের ১১ নভেম্বর এটি কিনেছিলেন বিল গেট্স। বর্তমানে সেই বইটিরই দাম নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২০৯ কোটি টাকা। এই বইটিতে বিখ্যাত এই চিত্রকর ডুবোজাহজ ও বাষ্পচালিত ইঞ্জিন আবিষ্কারের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। যদিও ১৫০৮ থেকে ১৫১০ সালের মধ্যে এই অরিজিনাল স্ক্রিপ্টটি তৈরি করা হয়।

উদ্যান গ্রন্থাগার

★ শহরের আর দশটা পার্কের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন উত্তর কলকাতার জগৎ মুখার্জী পার্ক। ৮ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত রাজবল্লভ পাড়ার কাছে এই পার্কের ভিতরেই গড়ে উঠেছে আস্ত একটি গ্রন্থাগার। পথচলতি মানুষ সবুজ ঘেরা উদ্যানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়ার পাশাপাশি খোলামেলা এই গ্রন্থাগারে বসে বিনামূল্যে সংবাদপত্র ও বইপত্র পড়ারও সুযোগ পান। প্রথমে পার্কের শেড দেওয়া বসার জায়গায় একটি টেবিলে সংবাদপত্র রাখা হয়েছিল। তাতে পথচলতি মানুষের উৎসাহ দেখে সেখানে পত্রপত্রিকা এবং লিটল ম্যাগাজিনও রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে দু'টি কাঠের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা হয় ছোটদের সঙ্গে বড়দের কিছু বইপত্র। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে বইয়ের সংখ্যা। বহু সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় এখানে এসে নতুন বা পুরনো বই দিয়ে যান। কিছু স্কুলশিক্ষকও দিয়ে গিয়েছেন গল্প-উপন্যাসের নানা বই। এছাড়া সরকারি তরফেও কিনে দেওয়া হয়েছে কয়েকটি আলমারি এবং বেশ কিছু বইপত্র। সপ্তাহে প্রতিদিনই সকাল ছ'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত খোলা থাকে এই পার্কের গ্রন্থাগার। রাতে পুরসভার নৈশরক্ষী ছাড়াও পার্কটিতে পাহারা দিয়ে থাকে টাইগার ও স্কুবি নামে দুটি কুকুর। গ্রন্থাগারের পাশেই আছে নানা বিচিত্র ফুলের গাছসহ বনসাই। ছোটদের জন্য খেলার সামগ্রী, অ্যাকুরিয়াম, রকমারি পাখি এবং নানা মণীষীদের ছবি। এই পার্কে হয়ে থাকে দুর্গাপুজো, বিজয় সম্মেলন, ২৩ জানুয়ারি, ২৬ জানুয়ারি, বসন্ত উৎসব, নববর্ষ উৎসব। *(১২.৬.১৯)*

২৫ হাজার বই পড়ে রেকর্ড

★ বিশ্বে সবথেকে বেশি সংখ্যক বই পড়ার রেকর্ড করেছেন ৯১ বছর বয়সি ব্রিটিশ বৃদ্ধা লুইজ ব্রাউন। তিনি অন্তত ২৫ হাজার বই পড়েছেন। তাঁর দাবি, তিনি লাইব্রেরির গ্রাহক হিসেবে পড়েছেন। এর বাইরেও তিনি আরও বেশ কিছু বই পড়েছেন। ১৯৪৬ সাল থেকে টানা ৭২ বছর ধরে তিনি বই পড়ে চলেছেন। প্রতি সপ্তাহে গড়ে ভজন খানেক বই পড়েন। বিশ্বে সবথেকে বেশি বই পড়েন ইহুদি ও মার্কিনিরা। এরপর রয়েছে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি। আর সবথেকে কম বই পড়েন মুসলিমরা। গড় হিসেব কষে দেখা গিয়েছে, স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই বাদ দিয়ে একজন মুসলিম সারা জীবনে গড়ে ৬ মিনিট বই পড়ে। অথচ পবিত্র কোরানে প্রথম যে শব্দটি অবতীর্ণ হয়, সেটি হল 'ইকরা', অর্থাৎ পড়ো। *(৩.৩.১৮)*

দুর্বল স্মৃতি ও তার কারণ

★ আমাদের আহৃত জ্ঞানের সঙ্গে অতীতের বিষয়গুলির মধ্যে সংযোগ তৈরি করে স্মৃতি। বর্তমান স্মৃতিদৌর্বল্য সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে হতাশা, দ্বিধাগ্রস্ত মন, মাদক জাতীয় দ্রব্য সেবন, ড্রাগ আসক্তি প্রভৃতি কারণ স্মৃতিবিভ্রাট তৈরি করতে পারে। স্মরণশক্তি বাড়াতে — ১) পড়তে হবে বিভিন্ন ধরনের বই। এতে মস্তিষ্ক বিভিন্ন দিকে চিন্তা করার ক্ষমতা পাবে। শব্দছক, পাজল সমাধান করুন, খেলুন রুবিক্স কিউব। ২) শরীরচর্চার পরপরই মেডিটেশন করতে পারেন। এতে শরীরের পাশাপাশি প্রশান্তি ছড়িয়ে পড়বে মনেও। ৩) পর্যাপ্ত ঘুম নিশ্চিত করুন। একটা সুন্দর ঘুম মস্তিষ্ককে অধিক কার্যকরী করে তোলে। ঘুমের সময় সাম্প্রতিক সময়ের তথ্যগুলোকে মস্তিষ্ক সংরক্ষণ করতে পারে। এজন্য ঘুমকে বলা হয় মেমোরি চার্জার। ঘুমের সময় আপনার মেমোরি পরবর্তী স্মৃতি ধরার জন্য প্রস্তুত হয়। তাই নিয়মিত পর্যাপ্ত ঘুমের মাধ্যমে স্মৃতিশক্তি বাড়াতে পারেন। ৪) এমন কিছু খাবার আছে যা স্মৃতিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। যেমন - জাম, লিচু, স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি বা আঙ্গুরের মত ফল, সামুদ্রিক মাছ, বিভিন্ন প্রকার বাদাম ও বীজদানা, বাঁধাকপি, বীট, ব্রকলি, পালং, কফি প্রভৃতি।

ফেল করেও মিষ্টিমুখ

★ দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়েছে মধ্যপ্রদেশে। অকৃতকার্য হয়ে রাজ্য জুড়ে আত্মঘাতী পড়ুয়ার সংখ্যা ১১। এরই মধ্যে ব্যতিক্রমী সাগরের এক পরিবার। ছেলে দশম শ্রেণির পরীক্ষা না উত্তরোলেও পড়শিদের মিষ্টি বিলিয়েছেন বাবা-মা। এটাই জীবনের শেষ পরীক্ষা নয়, এই বার্তা দিতে এমন অভিনব উদ্যোগে চমৎকৃত সকলে। *(১৭.৫.১৮)*

হিন্দি রাষ্ট্রভাষা নয়

★ বহুল প্রচলিত একটি ধারণা, হিন্দি ভারতের রাষ্ট্রভাষা। 'রাষ্ট্রভাষা' বলতে অনেকেই বোঝেন, হিন্দি হল ভারতের 'জাতীয় ভাষা' বা 'ন্যাশনাল ল্যাঙ্গোয়েজ'। কিন্তু ভারতের কোনও জাতীয় ভাষা বা ন্যাশনাল ল্যাঙ্গোয়েজ নেই। আর ২২টা ভাষার মতো হিন্দিও ভারতের সংবিধানস্বীকৃত একটি দাপ্তরিক ভাষা বা 'অফিশিয়াল ল্যাঙ্গোয়েজ'। হিন্দির সঙ্গে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে অন্য ভাষাগুলি হল — বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, গুজরাতি, কন্নড়, কাশ্মীরি, পঞ্জাবি, মরাঠি, তামিল, তেলেগু, মালয়াল, উর্দু, হিন্দি, কঙ্কনী, সংস্কৃত, মণিপুরি, নেপালি, বোরো, সাঁওতালি, মৈথিলি, ডোগরি এবং ভোজপুরি।

ফ্রান্সের স্কুলে স্মার্টফোন নিষিদ্ধ

★ এবার থেকে পড়ুয়ারা আর সঙ্গে করে স্মার্টফোন নিয়ে স্কুলে যেতে পারবে না। ভুল করে নিয়ে গেলেও তা ব্যাগের মধ্যে সুইচড অফ করে রাখতে হবে। ফ্রান্সের পার্লামেন্টে এই বিল সর্বসম্মতিতে পাস হয়। এছাড়াও কোনও গ্যাজেট বা ইলেকট্রনিক ডিভাইস ল্যাপটপ, ট্যাব ইত্যাদি নিয়েও স্কুলে যাওয়া চলবে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিলটিতে। চলতি বছর সেপ্টেম্বর থেকেই নয়া এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে দেশটির সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি স্কুলে। এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে ৩ থেকে ১৫ বছরের পড়ুয়ারা। ইউরোপের শীর্ষদেশ ফ্রান্সে ১০-১২ বছরের ছেলেমেয়েদের ৯০ শতাংশের কাছে স্মার্টফোন রয়েছে। *(২.৮.১৮)*

স্কুল চলো ৩ বছরেই, ফ্রান্সে

★ স্কুলে যাওয়ার ন্যূনতম বয়স ৬ থেকে কমিয়ে ৩ বছর করল ফ্রান্স। প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল ম্যাক্রোঁ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার কর্মসূচি নিয়েছেন। সরকারিভাবে এতকাল স্কুলে যাওয়ার ন্যূনতম বয়স ৬ বছর থাকলেও, সচেতন অভিভাবকরা ২-৩ বছর বয়স থেকেই শিশুদের প্রি-প্রাইমারি বা মন্তেসরি স্কুলে পাঠান। ইউরোপের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ফ্রান্সই প্রথম সরকারিভাবে এই আইন করল। যাতে বলা হয়েছে ৩ বছরে পদার্পণ করলেই সেই শিশুকে বাধ্যতামূলকভাবে স্কুলে পাঠাতে হবে। এরপর রয়েছে উত্তর আয়ারল্যান্ড। যে দেশে শিক্ষা গ্রহণের ন্যূনতম বয়স ৪ বছর। কারণ স্বচ্ছল পরিবারের শিশুরা অল্প বয়স থেকেই বেসরকারি স্কুলে যেতে পারলেও, গরিব পরিবারের শিশুরা অর্থাভাবে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। *(২৯.৩.১৮)*

ওয়ান, টু-তে হোমওয়ার্ক নয়

★ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পড়ুয়াদের হোমওয়ার্ক দেওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করল মাদ্রাজ হাইকোর্ট। খুদে পড়ুয়াদের গণিত ও ভাষা ছাড়া অন্য কোনও বিষয় পড়তে বাধ্য করা যাবে না। আর তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে যোগ হবে পরিবেশ-বিজ্ঞান। বিচারপতি কিরুবাকরণ জানিয়েছেন, 'শিশুরা ভারোত্তোলক নয়। স্কুলের ব্যাগও বস্তা নয়।' সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্কুলগুলিকে এনসিইআরটি-র নির্দেশ মেনে পড়ুয়াদের ভার লাঘব করতে হবে।

আইকিউ বাড়াতে

★ আমরা আমাদের মস্তিষ্কের খুব সামান্য অংশই ব্যবহার করি। কিন্তু আদতে মস্তিষ্কের যত বেশি অংশ ব্যবহার করা হবে মানে মস্তিষ্ককে যত বেশি কর্মক্ষম রাখা হবে, ততই আমাদের আইকিউ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আইকিউ ও স্মৃতি সতেজ রাখতে কয়েকটি বিষয়ের চর্চা অবশ্য প্রয়োজন।

১) অল্প অল্প করে সেই বিষয়টি পড়ুন। কয়েকবার পড়ার পর বইটি চাপা দিয়ে বিষয়টি মনে মনে আওড়ান। এভাবে খানিকক্ষণ করার পর দেখবেন বিষয়টি মস্তিষ্কে স্থায়ীভাবে গেঁথে গেছে। সাধারণত পড়াশোনা করার পর বলা হয় লিখলে স্মৃতিশক্তি ভালো থাকে। ২) ধাঁধা, পাজল, সুদোকুর মতো খেলা খেলতে থাকুন। ৩) সাধারণত আমরা ডানদিক দিয়েই কাজগুলি করি বলে ডানদিকের মস্তিষ্ক কর্মক্ষম থাকে, কিন্তু বাঁ পাশকেও উদ্দীপ্ত করার জন্য বাঁ হাতের ব্যবহার বেশি করে করতে হবে। ৪) প্রত্যহ নিয়ম মেনে সাত থেকে আটঘণ্টার টানা ঘুম দরকার। তাহলে মস্তিষ্ক আগের তুলনায় অনেক বেশি কর্মক্ষম থাকবে। ৫) ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডযুক্ত মাছ খান। এগুলোও বুদ্ধিমত্তা তথা আইকিউ ও স্মৃতিশক্তি বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ৬) চাপ কাটাতে নিজেকে স্ট্রেস ফ্রি রাখুন। কাজের ফাঁকে ব্রেক নিন, গান শুনুন, খানিকক্ষণ পর আবার ডেস্কে এসে বসলে দেখবেন মস্তিষ্ক কতটা ক্ষুরধার হয়ে উঠেছে। ৭) প্রতিদিন অন্তত এক ঘণ্টা মিলিয়ে ব্রিস্ক ওয়ার্কিং-ও এক্সারসাইজ করুন। এতে মস্তিষ্ক রক্ত সঞ্চালন বাড়ে। নিউরোট্রান্সমিটারগুলোর মধ্যে ইলেকট্রিক ইমপালস ঠিক থাকে।

টুকরো খবর

৮ বছরে পর্বতশৃঙ্গ জয়

★ মাত্র ৮ বছর বয়সে দুটি উচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করে রেকর্ড গড়ল হায়দরাবাদের সামান্য পটু রাজু। অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কোসিউঝকেরা ও আফ্রিকার সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কিলিমাঞ্জারোর উরু কি জয় করে এখন সে বিস্ময়বালক। এখনও পর্যন্ত চারটি পর্বত শিখরে সফল অভিযান করেছে তেলেঙ্গানার এই খুদে। তার পরবর্তী অভিযানের ঠিকানা জাপানের মাউন্ট ফুজি। *(২৪.১২.১৮)*

● PRINTED, PUBLISHED & OWNED BY BISWAJIT MAHAKUR ● PRINTED AT SUSENI PRINTERS ● VILL. - GHUTIARY SHARIP, P.O. - BANSRA, SOUTH 24 PARGANAS ● PUBLISHED AT JOYGOPALPUR, P.O. - J.N.HAT, P.S. - BASANTI, DIST.- S.24 PARGANAS, PIN - 743312 ● PH - 8436644591, 8926420134 ● e-mail : prabhuhaldar@gmail.com

EDITOR : PRABHUDAN HALDAR